কৃষিনীতিতে বদল – ৩টি জরুরী অধ্যাদেশ – কৃষক কোথায়?

কিরণ কুমার ভিসা

September 11, 2020

ASHA Webinar Series - Food, Farmers and Freedom

Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (ASHA)

কিছু প্রশ্ন

- এই অধ্যাদেশে আসলে কার উপকার হবে?
- সরকার কেন হুড়োহুড়ি করে এই বদল আনতে চাইছে?
- তিনটি অধ্যাদেশকে একসঙ্গে দেখলে কী বোঝা যাচ্ছে?

কার লাভ? কার ক্ষতি?

কৃষক

x

কৃষি-ব্যবসাদার

কৃষি

উপভোক্তা (+ কল-কারখানা)

কার লাভ? কার ক্ষতি?

- শুধুমাত্র কৃষক আর উপভোক্তা বা কৃষি ক্ষেত্র আর অন্যান্য ক্ষেত্র — এইভাবে তুলনা করলে ঠিক হবে না
- কৃষক ও কৃষি-ব্যাবসাদারদের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব
- যা কৃষি ক্ষেত্রের উপকার হবে বলে করা হচ্ছে, তা আসলে কৃষি-ব্যাবসাদারদের লাভ আর কৃষকদের বিপদ
- এটা নতুন গল্প নয় (আমেরিকার কৃষির অবস্থা দেখুন)
- নোট করুন — কৃষক ও উপভোক্তারা দেশের একেকজন নাগরিক — বাণিজ্যিক সংস্থারা কিন্তু তা নন

এদের শিরোনামই এদের আসল গল্প বলছেঠ

- কৃষকের উৎপাদনের ব্যবসা ও বাণিজ্য (সহায়তা ও প্রসার) সংক্রান্ত অধ্যাদেশ, ২০২০

  "এ পি এম সি এড়ানোর (বাইপাস) অধ্যাদেশ"

- কৃষকের (ক্ষমতায়ান ও সুরক্ষা) জন্য দাম সুনির্দিষ্ট করা ও কৃষি সহায়তা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ, ২০২০

  "চুক্তি চাষ অধ্যাদেশ"

- অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধন) সংক্রান্ত অধ্যাদেশ, ২০২০

  "কৃষি ব্যাবসায় (অবাধ মজুত করারা স্বাধীনতা) অধ্যাদেশ"

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধন) সংক্রান্ত অধ্যাদেশ

- আগে কৃষক ও কৃষক কোম্পানির (এফ পি ও) অবাধ মজুতের সুযোগ ছিল
- কৃষি – ব্যবসায়ীদের উপরে নিয়ন্ত্রণ ছিল – এটি তাই আসলে কৃষি ব্যাবসায় (অবাধ মজুত করার স্বাধীনতা) সংক্রান্ত অধ্যাদেশ
- আগের আইনে অধিকাংশ খাদ্যপণ্যকেই ছাড় দেওয়া হয়েছে
- ২০১৬ সালে "লাইসেন্স, মজুত ও পরিবহণে ছাড় সংক্রান্ত অর্ডারে" গম, চাল, দানা শস্য, চিনি গুড়, তেল বীজ, ভোজ্য তেল, ডাল, বনস্পতি, পেঁয়াজ ও আলুকে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধন) সংক্রান্ত অধ্যাদেশ কী?

- খাদ্যপণ্য সরবরাহ কেবলমাত্র কেবল মাত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ অথবা অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ছাড়া নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না
- যদি কোন পচনশীল খাবারের খুচরো দাম ১০০% বাড়ে বা অপচনশীল খাবারের দাম গত বছরের তুলনায় বা গত ৫ বছরের গড়ের তুলনায় ৫০% বাড়ে – একমাত্র তবেই মজুতের পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ আনা যাবে।
- তবে যদি সেই মজুতের পরিমাণ প্রক্রিয়াকরণের বা রপ্তানী করার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে না যায় তবে নিয়ন্ত্রণের আদেশ কার্যকরি হবে না। অর্থাৎ আদানী কখনই মজুতের উর্ধসীমায় পৌঁছাবে না।

এরমানে খাদ্য মজুত করায় সরকারের আর কোন ক্ষমতা থাকবে না।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য (সংশোধন) সংক্রান্ত অধ্যাদেশের প্রভাব

বড় কৃষি-ব্যবসাদার

- অবাধ মজুত
- যত বড় ও বেশি গুদাম, খাদ্য সরবরাহ ও বাজারের উপর তত বেশি নিয়ন্ত্রণ
- বড় আমদানী কারক কোম্পানির জন্য আরও বড় দরজা খুলে গেল – আদানী, যারা আফ্রিকায় বড় জমি লিজ নিয়ে চাষ করছে

কৃষক

- মজুত করার পরিমাণ ও লগ্নিতে কোন বদল নেই
- ব্যবসাদারদের তুলনায় দরাদরি করার ক্ষমাতা আরও কমল
- বাজারে বড় ব্যবসাদারদের দাপটে দর নামতে পারে
- কৃষকের মজুত করার ক্ষমতা নিয়ে সরকার আর ভাববে না

এপিএমসি – বদলের পরে কী হয়েছে

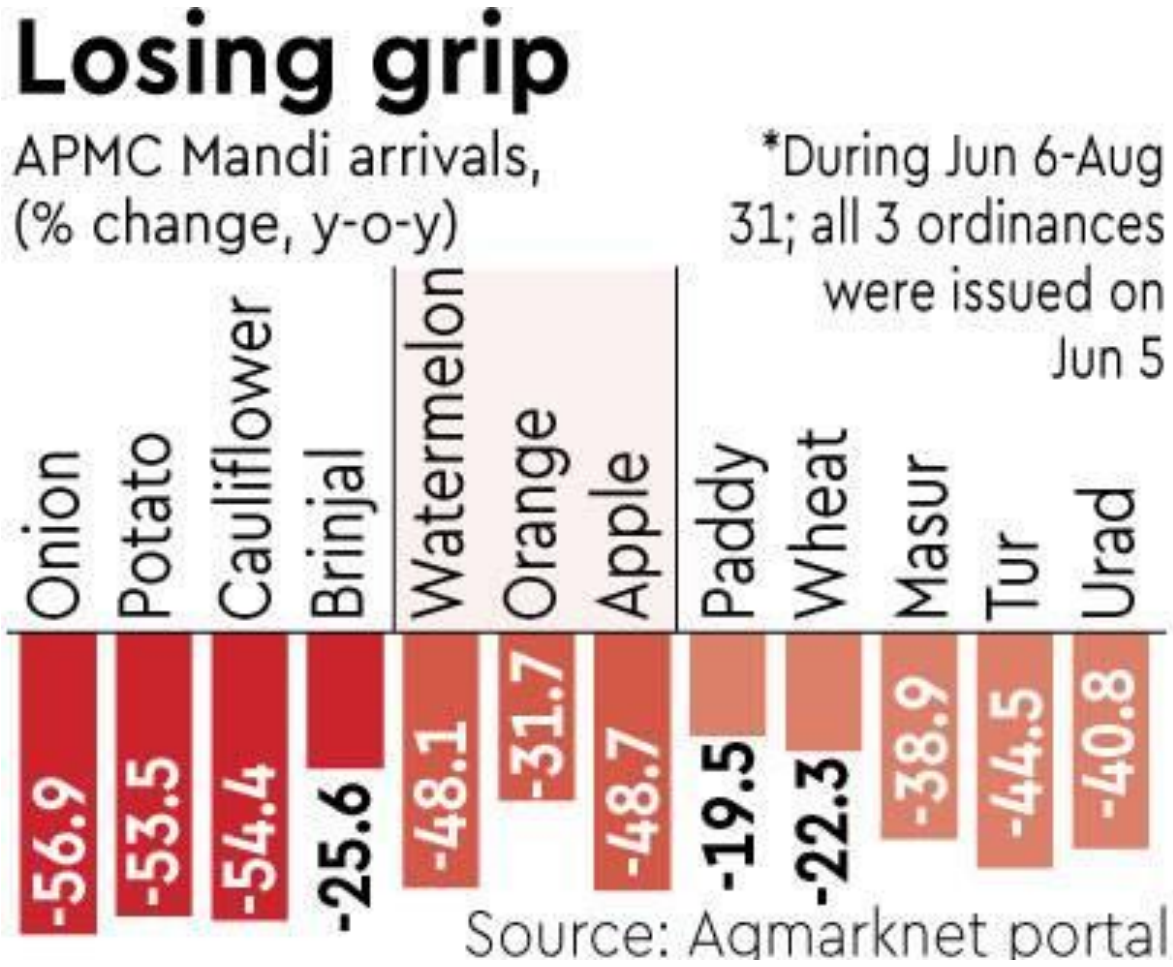

ফি বছর জুন-আগস্ট মাসে মান্ডিতে কম ফসল আসছে

এপিএমসি – বদলের পরে কী হয়েছে

- **ভরত ভূষণ, লখনউ ডাল ও চাল ব্যাবসায়ী সংগঠন**

”ছোট ব্যবসাদারদের .৫-১% লাভ থাকছে। যারা মান্ডি থেকে কিনছে তাঁরা, যারা মান্ডির বাইরে থেকে ট্যাক্স ছাড়া কিনছে, তাদের সঙ্গে পারছে না।“

- **অতুল আগরঅয়াল, ডিরেক্টর, সাকেত ফুডস**

“আমরা মান্ডির আউটলেট বন্ধ করে দিয়েছি। সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে কিনছি। আমরা তেল আর চাল প্রক্রিয়াকরনের তিনটে নতুন ব্যাবসা খুলছি।“

এপিএমসি এড়ানো সংক্রান্ত অধ্যাদেশ

- এপিএমসি-র নিজস্ব সমস্যা থাকলেও এটা অন্তত উচিত দরাদরি করার একটা জায়গা ছিল। স্থনীয় সরকার দেখভাল করত — কেমন কুরনুলে পেয়াজ-এর দর, আদিলাবাদে তুলোর আর্দ্রতা মাপা
- নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া একটা মস্ত সমস্যা। মান্ডির কাছের আর দূরের কৃষকদের অভিজ্ঞতা আলাদা। দাম ও দাম ছাড়াও ওজন, আর্দ্রতা, গ্রেডিং — সবই জরুরী ব্যাপার।
- দাম ছাড়া অন্য বিশ্যে আর কোন নিয়ন্রণ নেই।
- বিক্রি-বাজারের সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ — ফলে স্থানীয় একচেটিয়া আগ্রাসন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা।

এপিএমসি এড়ানো সংক্রান্ত অধ্যাদেশ

মান্ডি তুলে নেওয়ার পর বিহারের অভিজ্ঞতা

সত্যিই কি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার পর কৃষক যেখানে খুশি বেচতে পারছে আর বেশি দাম পাচ্ছে?

Year	Paddy MSP	Market Price	Deficit (%)
Kharif 2019	1815	1350	**- 25%**
Kharif 2018	1750	1300	**- 24%**
Kharif 2017	1550	1191	**- 27%**

- **Maize (Rabi 2018):** MSP: 1700, Market price: 800 – 1050!

সরকার নির্ধারিত দামের ৪০-৫০% কম দামে ফসল বেচতে হচ্ছে কৃষকদের

এপিএমসি এড়ানো সংক্রান্ত অধ্যাদেশ

- কৃষিক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কেন্দ্র কেড়ে নিচ্ছেন। কৃষকদের পক্ষে রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছান সহজ, এবং এবং রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছে অনেক বেশি দায়বদ্ধ। কৃষি পণ্যের বাণিজ্যে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও দেখভাল করা জরুরী। আগের এপিএমসি আইনকে অনেক রাজ্য সরকার নিজের মত করে গ্রহণ করেছিলেন।
- মান্ডি দুর্বল হলে সরকার কীভাবে নির্ধারিত মূল্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবেন? কোথায় গেল PM-AASHA?

চুক্তি চাষ অধ্যাদেশ

- তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বীজ উতপাদকদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এখনকার চুক্তিচাষ সম্পুর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ও নথিভুক্ত নয়। কোম্পানিরা দলালদের উপর নির্ভরশীল – যাতে তাদের সামনা সামনি না দেখা যায়। দায়বদ্ধতা, বীজের মান, প্যেমেন্ট – নানা বিষয় নিয়ে সমস্যা আছে।
- বিশাল সংখ্যক নানা ধরণের ছোট কৃষক একদিকে আর পেপসি, নাজিভিডু সিড-এর মত কম্পানিরা অন্যদিকে।
- "কৃষকের (ক্ষমতায়ান ও সুরক্ষা) জন্য দাম সুনির্দিষ্ট করা ও কৃষি সহায়তা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ"-এ কৃষকদের ক্ষমতায়ান বা সঠিক দাম পাওয়ান নিয়ে কিছুই নেই!
- "কৃষি সহায়তা" – আসলে মধ্যবর্তী প্রক্সি (অন্য নামে আসলে নিজেদেরই ছদ্মবেশ) কোম্পানি গুলির মাধ্যমে বড় কোম্পানির বিশাল জায়গায় ব্যবসা করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

পলিসি নিয়ে এদিক ওদিক – বিজেপি/এনডিএ সরকার

মার্চ-মে ২০১৪ – ভোট প্রতিশ্রুতি – ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এম এস পি) + ৫০%; সব কৃষক ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাবেন

জুন ২০১৪ – নভেম্বর ২০১৭ - ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়েনি, রাজ্য সরকার বোনাস মূল্য দিতে পারেন নি, শান্তাকুমার রিপোর্ট – এফ সি আই, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ও ফসল কেনায় গণ্ডগোল, সুপ্রিম কোর্ট বললেন - ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়ানো সম্ভব নয়, কৃষকদের আয় দ্বীগুণ করার নতুন প্রতিশ্রুতি - ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের ব্যাপারে চুপচাপ।

নভেম্বর ২০১৭ র পরে – এম এস পি বাড়ল, নতু প্রতিশ্রুতি (A2+FL +50%), PM-AASHA স্কিম, ২২০০০ গ্রামীণ হাটকে সাহায্যের জন্য GRAM

জুন ২০২০ থেকে - তিনটি নতুন অধ্যাদেশ, কোম্পানিগুলি নাকি কৃষককে সঠিক মূল্য দেবেন।

৩টি অধ্যাদেশের সামগ্রিক চিত্র

- সরকারি সাহায্য ও দেখভাল, যা এতদিন কিছুটা হলেও কৃষকদের দাম পেতে সাহায্য করছিল, তা থেকে সরকার হাত তুলে নিলেন
- বড় কৃষি-ব্যাবসায়ী কম্পানিগুলি কৃষি ক্ষেতের আরও পয়সা ঢালবেন
- সরকার দাবী করছেন – এতে কৃষকদের উপকার হবে (কতটা বিশ্বাস করছেন বলা মুশকিল), এই লকডাউনের সময় যেভাবে এগুলি গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে – তাতে মনে হয় সাধারণ সময়ে হলে, সরকার কৃষকদের কাছহ থেকে প্রবল প্রতিরোধ আশংকা

নিশ্চিত ভাবে আমাদের আমেরিকার কৃষি মডেলের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে – যেখানে কোম্পানিরাই কৃষিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

কৃষকরা কী চাইছেন

- “কৃষকের সুবিধার্থে সরকারি হস্তক্ষেপ তুলে নেওয়া” — কেবল কম্পানীদের সাহায্য ছাড়া কিছুই হবে না। সরকারি তরফে সাহায্য ও দেখভাল কৃষকের দিকে আসুক, কম্পানীর দিকে নয়।
- অধ্যাদেশগুলি কৃষকের সাহা্য্যার্থে নয় — প্রত্যাহার করা হোক।
- কৃষক ও কৃষক কোম্পানির ক্ষমতায়ন করা হোক — যাতে প্রক্রিয়াকরণে অংশগ্রহণ ও লভ্যাংশ বাড়ে
- ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আরও নানা ফসলের জন্য আনা হোক। ওড়িশ্যায় মিলেট, কর্ণাটকে রাগী ও বাজরার অভিজ্ঞতা বলছে এমএসপি ফসলের বৈচিত্রকেও সাহায্য করে।

কৃষকরা কী চাইছেন

- AIKSCC -র "কৃষকদের জন্য সুনিশ্চিত আয় ও এম এস পি" বিল সরকারকে বাধ্য করবে নানা ভাবে যাতে কৃষকরা নির্ধারিত দাম পায়
  - ন্যূন্তম মূল্যের থেকে দাম পড়ে গেলেই বাজারে সরকারের হস্তক্ষেপ
  - রেশন ও আইসিডিএস-এর খাবারে আরও বৈচিত্র একে তাকে কৃষকদের থেকে সরাসরি কেনা
  - ক্ষতিপূরন ও ব্যক্তিগত ছোট ব্যবসাদারদের সাহায্য করা
  - ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে বাজারে নিলামে মূল দাম হিসাবে নেওয়া
  - সমস্ত চুক্তিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে মূল দাম হিসাবে নেওয়া
- বাজার আর অর্থকরি সহায়তা ছাড়াও পরিকাঠামোর দিকে নজর দেওয়া — নগদ-ইনপুট-আউটপুট-ডিলার আঁতাত, আসল কৃষক কে চিহ্নিত করা, দূর্যোগ বিমা